ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৯৩ ● কলকাতা ● ১১ কার্তিক, ১৪৩০ ● রবিবার ● ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

প্রশান্তির খোঁজে কেদারনাথে জ্যাকুলিন — পৃঃ ৫

ক্রিকেটাররা বিশ্বকাপের জন্যই বেঁচে থাকেন: ওয়ার্নার — পৃঃ ৬


## ইন্ডিয়া জোটের আপত্তি,

## স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে গৃহীত হল না দণ্ড সংহিতার খসড়া

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ 'ইন্ডিয়া' জোটে থাকা অন্য রাজনৈতিক দলের সাংসদদের তীব্র আপত্তিতে পিছিয়ে গেল কেন্দ্রের আনা দণ্ড সংহিতার নতুন তিনটি বিলের খসড়া গ্রহণের প্রক্রিয়া। সূত্রের খবর, শুক্রবার সংসদের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে তিনটি বিলের খসড়া গৃহীত হওয়ার কথা ছিল।কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট নয় তৃণমূল । বৈঠকের পরে কমিটির সদস্য তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'আমাদের দাবি বিল বাতিল করতে হবে। সাতদিনে কোনও কাজ হবে না। তিন মাস পরে দেখা যাবে। তাড়াহুড়ো করে সবকিছু করা হয়েছে। ঠান্ডা ঘরে বসেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। আরও লোকের সঙ্গে কথা বলার দরকার রয়েছে।'তবে বৈঠকের শুরুতেই কমিটির সদস্য, ইন্ডিয়া জাটের সাংসদরা প্রশ্ন তোলেন, কেন বিল নিয়ে তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে? এরপরেই তিন মিনিটের মধ্যে বৈঠক শেষ করে দেন কমিটির চেয়ারম্যান বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ ব্রিজ লাল। কমিটির আগামী বৈঠক ৬ নভেম্বর। ওইদিন খসড়া গৃহীত হবে বলেই আপাতত ঠিক হয়েছে। সূত্রের খবর, বৈঠকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, কমিটির মেয়াদ বাড়ানো হোক, আর তিন মাস সময় নিয়ে আলোচনা হোক এবং তাড়াহুড়ো করে নয় কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে যুক্ত আইন


এরপর ৩ পাতায়


## প্রাক্তনের গ্রেফতারিতে

# পথে নামলেন বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী

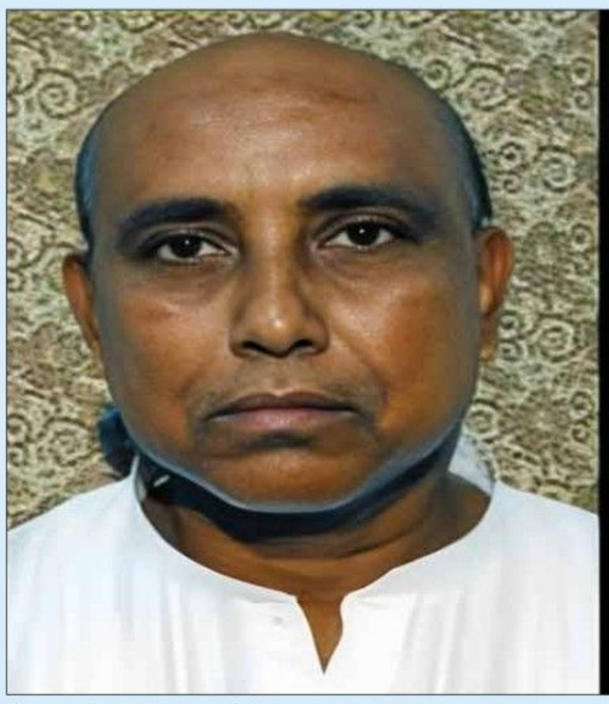

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** রেশন দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা অধুনা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতারির নেপথ্যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছে তৃণমূল। স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে মিছিল করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ।উল্লেখ্য, দীর্ঘ দিন ধরে মধ্যমগ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন রথীন। পুর নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ধৃত অয়ন শীলের সংস্থা এবিএস ইনফোজ[illegible]নের অফিস থেকে বাজেয়াপ্ত করা বিভিন্ন নথিতে সেই রথীনের নাম বার বার উঠে এসেছে বলে দাবি করেছে ইডি। ২০১৪-র পর থেকে পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ মেলারও দাবি করেছে তারা। তার ভিত্তিতে রথীনের বাড়িতে অভিযান হয়। যদিও রথীনের দাবি, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই তল্লাশি হয়েছে। তাঁর কথায়, "আমাকে হেনস্থা করতেই বাড়িতে এসেছিলেন ইডি আধিকারিকেরা।' নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও নথি তাঁর বাড়ি থেকে পাওয়া যায়নি বলেও দাবি করেছেন খাদ্যমন্ত্রী।তাঁর দাবি, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বকেয়ার জন্য যে আন্দোলন করছেন, তাতে বিজেপি ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাই প্রতিহিংসার বশে তৃণমূলের নেতা এবং মন্ত্রীদের বাড়িতে ইডি এবং সিবিআইকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার মধ্যমগ্রাম শহর তৃণমূলের তরফে মিছিল বার করা হয়। তার সামনে ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন। বস্তুত, জ্যোতিপ্রিয়ের বাড়িতে হানা দেওয়ার আগে তাঁর বাড়িতেও গিয়েছে ইডি। টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে


এরপর ৩ পাতায়


## রেড রোডের কার্নিভ্যালে মুগ্ধ ইউনেস্কো,

## বর্ণাঢ্য আয়োজনের রিপোর্ট গেল জেনিভায়

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** রেড রোডের কার্নিভ্যালে মুগ্ধ ইউনেস্কো। দুর্গাপুজোর এহেন বর্ণাঢ্য আন্তর্জাতিক উদযাপন নিয়ে রিপোর্ট যাচ্ছে জেনিভায়। কার্নিভ্যালে থাকলেও মঞ্চে বসেই মুখ্যমন্ত্রী বারবার খবর নেন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। অসুস্থ মন্ত্রীকে যাতে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চেই মুখ্যসচিব ও কলকাতা পুলিশের নগরপালকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। বেশ কয়েক দফায় আলাদা করে ডেকে কথা বলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গেও। কলকাতা শহর ও শহরতলির সেরা ৯৬টি পুজো অংশ নিয়েছে কার্নিভ্যালে। অসাধারণ সব ট্যাবলোর শোভাযাত্রা। হরেক ঘরানার নাচ-গান, হস্তশিল্পের প্রদর্শন, সামাজিক বার্তা, পরিবেশ বাঁচানোর অঙ্গীকার। থিমের মোড়কে জাতি-ধর্ম ভুলে উৎসবের উদযাপন। ঢাকের বোল, উলু-শঙ্খধ্বনি, ধুনুচি নাচ। রেড রোডের রানওয়ে জুড়ে থিমের কুচকাওয়াজ! আট থেকে আশি, সবার মন কেড়ে নিয়েছে দুর্গাপুজোর কার্নিভ্যাল। মুগ্ধ রেড রোডে মজুত ইউনেসকোর প্রতিনিধিদল। মুগ্ধ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও অভ্যাগতরা। বিভিন্ন দেশের প্রায় একশোজন প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন।

মূল মঞ্চের মাঝে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।


এরপর ৩ পাতায়



Sarberia An-Noor Mission

Vill- Sarberia, P.O.- F.S.Hat, P.S.- Nazat, Dist.- 24 Pgs(N), PIN- 743329

E-mail: sarberia.annoor.mission@gmail.com, Contact No.-9732531171

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনির (বিজ্ঞান ও কলা)বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মোস্তাক আহমেদ (কর্ণধার, পতাকা শিল্পগোষ্ঠি) প্রধান পৃষ্ঠপোষক

সেখ নুরুল হক (Ex. IAS) Chairman, Academic Council

জাকির হোসেন মোল্লা (সাধারন সম্পাদক)

প্রিয় অভিভাবক/অভিভাবিকা,

আপনার সন্তানের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য জি. ডি. সার্কেল- এর অন্তর্ভুক্ত সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন - এর ম্যানেজমেন্ট কোটার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় ( মিশন্স অ্যাডমিশন টেস্ট) MAT:-2024 পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম বিতরণ চলছে

( পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী )

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২২ শে অক্টোবর, ২০২৩

পরীক্ষার তারিখঃ- ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার দুপুর ১২ টা

পরীক্ষার ফলাফলের তারিখঃ- ৫ ই নভেম্বর, ২০২৩

কাউন্সিলিং – এর তারিখ – ৮, ৯ ও ১০ ই নভেম্বর- ২০২৩

এক নজরে আমাদের ফলাফল – 2023

| | BOARD/COUNCIL | | মোট পরীক্ষার্থী | স্টার | প্রথম বিভাগ | দ্বিতীয় বিভাগ | সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উচ্চ মাধ্যমিক | WBCHSE | ছাত্রী | ২৮ | ১২ | ১৬ | .......... | ৪৫২ (৯০.৪%) |
| | | ছাত্র | ২৬ | ০৬ | ২০ | .......... | ৩৯৬ (৭৯.২%) |
| | সর্বমোট | | ৫৪ | ১৮ | ৩৬ | .......... | ... |

পরীক্ষাকেন্দ্র

১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক-বালিকা বিভাগ)- সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৫৬৪০১১৯০৬

২) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা- নাকাশিপাড়া, নদীয়া, দূরাভাষ -৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬

৩) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ), জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৭০২৯৫৯২৯৫৪

৪) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – পশ্চিম মানিকতলা, গোকর্নি, মগরাহাট, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫

৫) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল - গ্রাম +পোঃ- মানিকহার, জেলা – মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ- ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র

১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক – বালিকা বিভাগ), সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৫৬৪০১১৯০৬

২) আদর্শ শিশু নিকেতন – ভাঙনখালি, কলতলা মোড়, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৮১৪৫২৫০০৮০

৩) আরফান আলি বিশ্বাস – দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া, দূরাভাষ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

৪) ভারত মেডিকেল হল – সরবেড়িয়া, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

৫) মামনি সুইটস্ – কুড়ালি বাজার, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৮৪৩৬৪৫৭১০১

৬) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা – নাকাশিপাড়া, জেলা - নদীয়া, দূরাভাষ – ৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬

৭) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা ( নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ) বাঁশরা, জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৭০২৯৫৯২৯৫৪

৮) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – গ্রামঃ- পশ্চিম মানিকতলা, পোঃ- গোকর্নি, থানাঃ- মগরাহাট, জেলাঃ- দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫

৯) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল – গ্রাম + পোঃ- মানিকহার, জেলাঃ- মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ – ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ ( সফিউর রহমান )

Girls' Campus

Boys' Campus

Visit our official website: annoormission.org

পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ও গণিত বিষয়ে আবাসিক শিক্ষক–শিক্ষিকা প্রয়োজন। সত্বর Resume mail - করুন



ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

● ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।

● আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।

যোগাযোগ-

9083249944 / 9083249933 / 9083249922

## ২০ কোটি দাবি করে মেইল,
# মুকেশ আম্বানিকে খুনের হুমকি!

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** মুকেশ আম্বানিকে খুনের হুমকি! ই-মেইল মারফত খুনের হুমকি পেলেন মুকেশ আম্বানি। ই-মেইলে মুকেশ আম্বানির কাছে ২০ কোটি টাকা দাবি করা হয়েছে।মুম্বই পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মেইলে লেখা, "তুমি যদি আমাদের ২০ কোটি টাকা না দাও, তাহলে আমরা তোমাকে মেরে ফেলব। আমাদের কাছে ভারতের সবচেয়ে ভালো শুটাররা আছে।" অর্থাত, মেইল থেকে এটা স্পষ্ট যে, মুকেশ আম্বানিকে গুলি করে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

এখন মুকেশ আম্বানির নিরাপত্তারক্ষীর অভিযোগের ভিত্তিতে মুম্বইয়ের গামদেবী থানায় মামলা রুজু হয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির উদ্দেশে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৭ ও ৫০৬(২) ধারায় রুজু হয়েছে মামলা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির উদ্দেশে দায়ের হয়েছে অভিযোগ। অভিযোগ দায়ের করেছেন মুকেশ আম্বানির নিরাপত্তারক্ষী। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানিকে করা খুনের হুমকি ইমেইলে লেখা হয়েছে, তিনি যদি ২০ কোটি টাকা দিতে না পারেন, তাহলে তাঁকে খুন করা হবে। এমনকি, কীভাবে তাঁকে খুন করা হবে, তারও উল্লেখ রয়েছে ইমেইলে।

## ১৬০০ কোটি তছরুপের অভিযোগ,
# ইডির জালে অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই প্রতিষ্ঠাতা

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রণব গুপ্ত, বিনীত গুপ্ত-সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরোক্টোরেট । প্যারাবোলিক ড্রাগস মামলায় আর্থিক তছরুপের দায়ে গ্রেপ্তার করা হল তাঁদের। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তাঁদের মালিকাধীন ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা প্যারাবোলিক ড্রাগসের জাল নথি ব্যবহার করে একাধিক ব্যাঙ্ক থেকে এক হাজার ৬২৬ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক সব্যসাচী দাসের গবেষণাপত্র গোটা দেশে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। সেখানে বলা হয়, ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির জয়ের নেপথ্যে ছিল কারচুপি। যা নিয়ে তুমুল রাজনৈতিক বিতণ্ডা শুরু হয়েছিল। ঘরে বাইরে চাপে শেষ পর্যন্ত ইস্তফা দেন বাঙালি অধ্যাপক।প্রণব ও বিনীত ছাড়াও গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট এসকে বনসালকে। আদলতে তোলা হলে তিনজনের পাঁচ দিনের ইডি হেফাজত হয়েছে। প্রতারণার মামলায় গতকালই প্রণব ও বিনীতের সঙ্গে সম্পর্কিত মুম্বই ও দিল্লির ১৭টি জায়গায় অভিযান চালায় ইডির গোয়েন্দারা। এর পরই গ্রেপ্তার করা হল তাঁদের। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের জানুয়ারিতে প্রতারণার অভিযোগে প্রণব ও বিনীত-সহ মোট ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল সিবিআই। একই মামলায় ততপর হল ইডি।

অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে গতকালই একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্যারাবোলিক ড্রাগসের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনওরকম সম্পর্ক নেই। ওই কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়কে জরানো হলে তা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর হবে। আরও বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বমোট প্রতিষ্ঠাতার সংখ্যা ২০০। তাঁদের মধ্যে প্রণব গুপ্ত এবং বিনীত গুপ্তও রয়েছেন। এই অবধি।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার
সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা
সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে
যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

## অপ্রতিরোধ্য ভিআইপি মায়েস্ট্রো রেঞ্জের
# বোল্ড আবিষ্কারের মাধ্যমে ভিআইপি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নিয়ে এসেছে 'পরবর্তী কোথায়?' ক্যাম্পেইন

**Kolkata, 16 October 2023: নিউজ সারাদিন :** লাগেজ ও ট্রাভেল অ্যাকসেসরিজ ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে অগ্রণী ভিআইপি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সম্প্রতি নিয়ে এসেছে 'পরবর্তী কোথায়?' নামে একটি নতুন আনন্দদায়ক ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইনটি অ্যাডভেঞ্চার এবং গবেষণার এক নতুন যুগকে চিহ্নিত করে যা আধুনিক ভ্রমণকারীদের অদম্য চেতনাশক্তির প্রচার করার পাশাপাশি অ্যাডভেঞ্চারের সীমাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে। ১৯৮৬সালে প্রতিষ্ঠিত, ভিআইপি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় বাজারে লাগেজ, ব্যাকপ্যাক এবং হ্যান্ডব্যাগের গুণমান এবংশিল্পের মান নির্ধারণ করার জন্য উদ্ভাবনের করা হয়েছিল। ৪৫ টিরও বেশি দেশে উপস্থিতির সাথে, ব্র্যান্ডটি এখন ভ্রমণকারীদের যাত্রা শুরু করার সময় তাদেরঅনুপ্রাণিত করে এবং প্রত্যেকটি পদক্ষেপে তাদের সাথে থাকার মিশনে রয়েছে।

নতুন ক্যাম্পেইনের ধারণাটি যতটা প্রাসঙ্গিক তেমনি আকর্ষণীয় - এটি অ্যাডভেঞ্চারদের সাহসের সাথে প্রমাণ করার সুযোগ করে দেয় যে অনুসন্ধানের কোনও সীমা নেই। সমুদ্রের গভীরতা থেকে শুরু করে মহাশূন্যের বিস্তৃতি, অ্যান্টার্কটিকার বরফযুক্ত ভূদৃশ্য থেকে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা পর্যন্ত, ভ্রমণকারীরা আজ অজানাকে উন্মোচন করার চেষ্টা করছেন। 'পরবর্তী কোথায়?' ক্যাম্পেইনটি এই নির্ভীক চেতনাকে ধারণ করে ভ্রমণের নিয়মগুলি পুনরায় সংজ্ঞায়িতকরছে এবং ভ্রমণকারীদের নিরলস সাহসিকতার মনোভাবকে উদযাপন করছে।

ক্যাম্পেইনটিআরও নিয়ে এসেছে দ্য আনব্রেকেবল ভিআইপি মায়েস্ট্রো-লাগেজ, যা এই ভ্রমণকারীদের আবেগ এবং সংকল্পকে প্রতিফলিত করে। নির্ভুলতার সাথে তৈরি এবং সহনশীলতার জন্য ডিজাইন করা, ভিআইপি মায়েস্ট্রো গুণমান এবং উদ্ভাবনের প্রতি ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ। যাত্রা যতই চ্যালেঞ্জিং হোক না কেন, এই রেঞ্জটি অবিচল ভ্রমণ সঙ্গী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। আকর্ষণীয় প্রচারাভিযানটি ডেন্টসু ওয়েবচুটনি ইন্ডিয়া দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি নতুন ভিআইপি মায়েস্ট্রো রেঞ্জের প্রকৃতিকে নিখুঁতভাবে ধারণ করে।

ভিআইপি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের মার্কেটিং এর ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফুল গুপ্তবলেন, "এমন এক বিশ্বে যেখানে অ্যাডভেঞ্চারের কোনও সীমা নেই, ভিআইপি ইন্ডাস্ট্রিজ দ্য আনব্রেকেবল ভিআইপি মায়েস্ট্রো শুরু করতে পেরে আমরা গর্বিত। 'পরবর্তী কোথায়?' ক্যাম্পেইনটি আধুনিক ভ্রমণকারীদের নির্ভীক চেতনাকে পুরোপুরি প্রতিফলিত করে, যারা অনাবিষ্কৃত জায়গাগুলি অন্বেষণ করার সাহস রাখে। ভিআইপি মায়েস্ট্রোর সাথে, আমরা কেবল লাগেজ সরবরাহ করছি না; আমরা সহনশীলতার প্রতীক, যারা অসাধারণ কিছু খুঁজছেন তাদের জন্য একটি সঙ্গী। অ্যাডভেঞ্চারকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে তাদের সাফল্যকে উদযাপন করার সাথে সাথে আমরা আমাদের গ্রাহকদের এমন একটি যাত্রায় সহায়তা করতে পেরে রোমাঞ্চিত, যেখানে 'অসম্ভব' কেবল জয়ের অপেক্ষায় থাকা আরেকটি গন্তব্য মাত্র"।

## আমার নাম বলতে পিএ-কে চাপ দিচ্ছে ইডি, বিস্ফোরক সুজিত

**কলকাতা: নিউজ সারাদিন :** নিয়োগ থেকে রেশন দুর্নীতি, নাম জড়িয়েছে রাজ্যের একের পর এক হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীর। সেই আবহে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু । পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে তাঁর আপ্ত সহায়ক নিতাই দত্তের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ।তদন্তের স্বার্থে ইডি ডাকলে ফের যাবেন বলে জানিয়েছেন কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল। তাঁর কথায়, "তদন্তের স্বার্থে ডাকলে যেতেই হবে। যত বার ডাকবে, তত বারই যাব। বার বার ডাকার ফলে যেতে হচ্ছে। তার ফলে পুরসভার কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটছে। যা প্রশ্ন করেছেন, উত্তর দিয়ে এসেছি। আগামী দিনে ডাকলেও, উত্তর দেব।"

এর আগে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নেওয়ার জন্য তাঁর উপর চাপসৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলবন্দি কুন্তল ঘোষ। তাঁর লেখা চিঠি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছিল। এবার কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে আপ্ত সহায়ককে তাঁর নাম বলার জন্য চাপ দেওয়ার অভিযোগ তুললেন সুজিত। সুজিতের অভিযোগ, তাঁর নাম লিখে দিলে নিতাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ইডি. বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। পুরসভায় নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই নিয়ে তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি. তাতেই আপ্ত সহায়ককে সুজিতের নাম লিখে দিতে বলা হয়েছে বলে অভিযোগ। সুজিতের বক্তব্য, "আমার আপ্ত সহায়ক নিতাই দত্ত। সবাই জানেন। তাঁর বাড়িতে ইডি-কে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ১২ ঘণ্টা ধরে জেরা কর হল তাঁকে। ওই ১২ ঘণ্টায় কিছুই পেল না তাঁর বাড়ি থেকে। শুধু বলতে হবে একটাই নাম। বলা হয়, 'সুজিত বসুর নামটা তুমি লিখে দাও। তোমাকে তাহলে ছেড়ে দেব'।"যদিও, বিজেপির বক্তব্য, দোষীদেরই গ্রেফতার করছে তৃণমূল। সুজিতের মন্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপি-র মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "রাজনৈতিক বিবৃতি দেওয়ার অধিকার তৃণমূল হারিয়েছে। দুর্নীতি প্রসঙ্গে তৃণমূলের কোনও নেতার আর জনমণে কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। রাজ্য সরকারের প্রাথমিক তিনটি বিষয় থাকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য। এরা গরিব মানুষের মুখের খাদ্য বিক্রি করে দিয়েছে।" অপরদিকে, তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেনের বক্তব্য, "ইডি লাল-নীল ডায়রি পাচ্ছে সেটা কোর্ট জানার আগে মিডিয়া জেনে যাচ্ছে। কীভাবে জানতে পারছে? ইডি-সিবিআই এর কাজ কী এটাই তদন্তের নামে প্রহসন করে একজনের সামাজিক সম্মানহানি করা?"দমকল মন্ত্রী বলেন, "কোনও নেতা দোষ করলে তাঁকে গ্রেফতার অবশ্যই করুক। কিন্তু অনেকের দোষ না থাকা সত্ত্বেও তাঁদের গ্রেফতার শুধু করছে না, অসুস্থও করে দিচ্ছে।" এরপর তিনি অভিযোগ করে বলেন,"আমার আপ্ত-সহায়ক নিতাই দত্ত। তাঁর বাড়িতে ইডি-কে পাঠানো হল। ১২ ঘণ্টা জেরা করল। কিছুই পেল না। তারপর ওকে বলা হল সুজিত বোসের নাম বলে দাও তোমায় ছেড়ে দেব। এটা কোন ধরনের অত্যাচার।"

প্রসঙ্গত, নাম বলতে চাপ দেওয়ার অভিযোগ এর আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই করেছিলেন। এরপর সুজিত বসুও একই অভিযোগ করলেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারনা, এজেন্সির অপব্যবহার হচ্ছে এই প্রচারকে তুঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। লোকসভা নির্বাচন যত এগোবে, এই প্রচার তৃণমূল তত সামনে নিয়ে আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

## রাজ্য জুড়ে ইডি, সিবিআই এর দাপাদাপির মধ্যেই
# হঠাৎ সুন্দরবনে হাজির মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম! এড়ালেন জ্যোতিপ্রিয় প্রসঙ্গ!

**নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন :** রাজ্য জুড়ে চলছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ও সিবিআই এর দাপাদাপি। এতিমধ্যেই দুর্নীতির দায়ে রাজ্যের একের পর এক হেভি-ওয়েট নেতা, মন্ত্রীদের গ্রেফতারও করেছেন এই তদন্তকারী সংস্থা গুলি। আর ৪৮ ঘন্টা আগেই সেই তালিকায় নবতম সংযোজন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। আর মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেপ্তারের পর থেকেই রাজ্য রাজনীতি সর-গরম। আর এই পরিস্থিতির মধ্যে শনিবার দুপুরে সুন্দরবনে দেখা গেল রাজ্যের বর্তমান পৌর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। প্রসঙ্গত, এরাজ্যের কয়েকটি দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার ইডি ও সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ নাতনি কে সঙ্গে নিয়ে বাসন্তীর গদখালি থেকে লঞ্চে করে সুন্দরবন যাত্রা শুরু করেন তিনি। আর রাজ্য রাজনীতিতে এই ডামাডলের মধ্যেই হঠাৎ সুন্দরবনে রাজ্যের মন্ত্রীকে দেখে সাধারণ মানুষের মনে উঁকি দিচ্ছিলো নানান প্রশ্ন?আর এদিন সেইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, " আমাদের সুন্দরবনে আসার অন্য কোন কারণ নেই, নাতনির স্কুল ছুটি তাই পরিবার নিয়ে ঘুরতে এসেছি এখানে। " আর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, সে বিষয়ে কোন উত্তর দেননি তিনি। বললেন, আজ কোন রাজনৈতিক মন্তব্য করব না। আর সূত্র মারফত জানা গিয়েছে শনিবার সুন্দরবন ভ্রমণ সেরে রাত্রে গোসাবার সোনার বাংলা হোটেলে রাত্রী যাপন করবেন এবং সোমবারে আবারও কলকাতায় ফিরে যাবেন তাঁনারা।

## ইজরায়েলের কায়দায় হামলা হতে পারে জম্মু কাশ্মীরে?
# গোয়েন্দা সূত্রে গোপন খবর পেয়ে হাই অ্যালার্ট উপত্যকায়

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** ইজরায়েল এবং হামাসের মধ্যে লড়াইয়ে এবার হাই অ্যালার্ট জারি কাশ্মীরে। জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি জানাচেছ, পাকিস্তানের সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা চলছে যে হামাস যেভাবে ইজরায়েলে আকস্মিক হামলা চালিয়েছে, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি একই রকম কৌশল অবলম্বন করে জম্মু ও কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করতে পারে।গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এমন ইনপুট পেয়েছে যে পাকিস্তানের সোশ্যাল মিডিয়ায় জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে বেশ কিছু বার্তা সামনে এসেছে। সেই বার্তাগুলিতে হামাস এবং জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা রয়েছে। হামাস যেভাবে ইজরায়েলকে আক্রমণ করেছে, জম্মু ও কাশ্মীরেও একই ধরনের দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটতে পারে। এটাও বোঝানো হচ্ছে যে কোনো এলাকায় জঙ্গিদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। ইজরায়েলে প্রবেশের জন্য হামাস যে কৌশল ব্যবহার করেছিল, সেই কৌশল জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশ করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় সংস্থার এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে সম্পূর্ণ নজরদারি রাখা হচ্ছে। সব ধরনের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। তবে আশ্বস্ত করছে ভারতীয় সেনা। তারা জানিয়েছে দুই জায়গার ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে কোনো মিল নেই। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিটি কোণায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। তবে তা সত্ত্বেও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো সতর্ক রয়েছে। কারণ, পাকিস্তানে জঙ্গি ক্যাম্পে হামাসের হামলাকে নতুন কনসেপ্ট হিসেবে দেখা হচেছ। জম্মু ও কাশ্মীরে এই বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য সংলগ্ন পাকিস্তান সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। শীতকালে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে এমন পয়েন্টগুলিতে বাড়তি সতর্কতা বজায় রাখা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আই বি, রও, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের গোয়েন্দা ইউনিট এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বাহিনীর গোয়েন্দা ইউনিট সক্রিয় রয়েছে। সূত্র বলছে, ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে লড়াইয়ের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে কোনো বড় ধরনের বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া হয়নি। যদিও পাকিস্তানি গোয়েনদা ইউনিট আইএসআই উপত্যকায় তাদের স্লিপার সেল/ওভার গ্রাউন্ড/আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মীদের সক্রিয় করেছিল, কিন্তু ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির ক্রমাগত নজরদারির কারণে তারা তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি। সূত্র বলছে, সেখানে বড় ধরনের কোনো বিক্ষোভ বা অন্য ধরনের ততপরতা দেখা না গেলেও হামাসের সমর্থনে আন্ডারকারেন্ট দেখা যাচ্ছে।

১-ম পাতার পর

# প্রাক্তনের গ্রেফতারিতে পথে নামলেন বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী

খাদ্যমন্ত্রী রথীনকে। তবে সেটা পুরসভা সংক্রান্ত মামলায়। রেশন দুর্নীতি মামলায় জ্যোতিপ্রিয়ের গ্রেফতারি নিয়ে বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী বলছেন, "এটা বিজেপির চক্রান্ত।" মিছিল থেকে রথীন প্রশ্ন তোলেন, "একশো দিনের কাজ এবং আবাস যোজনা নিয়ে আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে আন্দোলন করছিলেন, তার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য কি এই সব গ্রেফতারি?" এর জবাবও তিনি নিজে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, "বিজেপি সিবিআই এবং ইডির মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে আমাদের লোকেদের হয়রান এবং হেনস্থা করছে। এর প্রতিবাদে আমরা আন্দোলন করছি।"

উল্লেখ্য, বাংলার 'বকেয়া'র দাবিতে দিল্লি গিয়েছেন অভিষেক। সেখানে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ করেছেন তাঁরা। পরে কলকাতায় ফিরে রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসেন। রাজ্যপালের কথায় সেই ধর্না তুললেও 'বকেয়া'র দাবিতে জেলায় জেলায় তৃণমূলের আন্দোলন অব্যাহত। রথীনের দাবি, এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি। তাই পাল্টা প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে তারা। যদিও জ্যোতিপ্রিয়ের গ্রেফতারি নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাননি তিনি। মন্ত্রীর কথায়, "এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। তদন্ত শেষে কী হয় দেখা যাক। কিন্তু আমাদের বক্তব্য একটাই এই ইডি-সিবিআই হানা তখনই বাড়ছে, যখন অভিষেক রাজ্যের বকেয়া চেয়ে আন্দোলন করছেন। এর প্রতিবাদে আমরা পথে নামলাম।"

# বিজেপি ক্ষমতায় এলে তেলঙ্গানায় মুখ্যমন্ত্রী হবেন দলিত

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে তেলঙ্গানার শাসকদল ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) অভিযোগ অমিত শাহের। বিজেপি ক্ষমতায় এলে অনগ্রসর শ্রেণির কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে। শুক্রবার তেলঙ্গানার সূর্যপেটে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এই ঘোষণাই করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শাহ আরও মনে করিয়ে দেন যে, ২০১৪ সালে কে চন্দ্রশেখর রাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর দল তেলঙ্গানায় ক্ষমতায় এলে মুখ্যমন্ত্রী হবেন এক জন দলিত। সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেননি রাও। এখন নিজের ছেলেকে মুখ্যমন্ত্রী পদের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। এর পরেই শাহ ঘোষণা করেন অনগ্রসর শ্রেণির কেউ হবে মুখ্যমন্ত্রী, যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে। এর পর রাওয়ের দলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, "রাও কি এই ঘোষণা করতে পারবেন? গত শাসনকালে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য কিছুই করেননি তিনি।" এর পর কংগ্রেসের সঙ্গে বিআরএসের তুলনা টানেন শাহ। তিনি জানান, কংগ্রেসের একটাই লক্ষ্য, তা হল রাহুল গান্ধীকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করা। আর বিআরএসেরও এখন লক্ষ্য একই। রাও চাইছেন ছেলে কেটি রামা রাওকে তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী করতে।শুক্রবার শাহ জানান, গত সাড়ে ৯ বছরে দলিত, জনজাতি, অনগ্রসর শ্রেণির মানুষজনের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বিআরএস।তাঁর কথায়, "বিআরএস আসলে গরিব-বিরোধী, দুর্বল শ্রেণির বিরোধী। তাঁদের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতি দলিত পরিবারকে তিন একর জমি দিতেও ব্যর্থ হয়েছে।"

১-ম পাতার পর

# রেড রোডের কার্নির্ভ্যালে মুগ্ধ ইউনেস্কো, বর্ণাঢ্য আয়োজনের রিপোর্ট গেল জেনিভায়

বাঁদিকে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, ডিজি মনোজ মালব্য, পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল-সহ রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী। ডানদিকে ছিলেন প্রসেনজিত-দেব, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ টলিউডের এক ঝাঁক তারকা। ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের কয়েকজন সদস্যও। বউদি লতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দেয়াপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা ও কন্যা আজানিয়া।

মহালয়া থেকেই ইউনেস্কোর প্রতিনিধিরা শহরজুড়ে পুজো পরিক্রমা করেছেন। এবার উতসবের শেষ প্রহরের সাক্ষীও থাকলেন তাঁরা। কার্নিভ্যালের জৌলুস দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছে তাঁদের। বোধন থেকে বিসর্জন, শারদ উতসবের রঙিন উদযাপনের অভিজ্ঞতাই প্রাথমিক রিপোর্টের আকারে যাচ্ছে ইউনেস্কোর সদর দপ্তর জেনিভায়। চূড়ান্ত রিপোর্ট পাঠানো হবে পরে।

শুক্রবার বিকেলে নির্ধারিত সময়ের (বিকেল চারটে) একটু আগেই শুরু হয় কার্নিভ্যাল। তার আগে রেড রোড ধরে পায়ে হেঁটে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে করতে মঞ্চে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী। পায়ের চোটের কারণে দীর্ঘদিন বাড়ি থেকেই কাজ করছেন তিনি। অবশেষে সরকারি অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত থাকলেন। মূল মঞ্চটিকে জমিদারবাড়ির আদলে তৈরি করা হয়েছিল। উলটোদিকে মঞ্চে বিদেশি অতিথিরা ছিলেন।

রামমোহন সম্মিলনীর 'সাগরকন্যা' থিম দেখে মুগ্ধ হয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি শিল্পীদের থেকে নৌকার হাল চেয়ে নিয়ে মঞ্চ থেকেই তালে তালে পা মেলান। মঞ্চে উপস্থিত শিল্পীরাও 'দে দোল দোল দোল'-এর ভাটিয়ালি সুরে ভেসে যান। শোভাযাত্রার সঙ্গে পা মেলান পুজো কমিটির চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, মন্ত্রী শশী পাঁজা, সাংসদ সৌগত রায়, শিল্পী শুভাপ্রসন্ন, বিধায়ক শিউলি সাহা, কাউন্সিলর অয়ন চক্রবর্তী প্রমুখ। নিজের গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান ক্লাবের পুজোয় দুর্গা স্তোত্রের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

১-ম পাতার পর

# ইন্ডিয়া জোটের আপত্তি, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে গৃহীত হল না দণ্ড সংহিতার খসড়া

তৈরির জন্য আরও সময় ও আরও বিশেষজ্ঞদের মত নেওয়া হোক। তৃণমূলের এক সাংসদের কথায়, পুরোনো যে আইনগুলি বাতিল করে নতুন বিল আনার কথা বলা হয়েছে তা আসলে পুরোনো বিলের ৯৩.৫ শতাংশ কপি পেষ্ট।

দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রথম দিন থেকেই কমিটির বৈঠকে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তৃণমূলকে। বিলগুলির উপর আপত্তি জানানোর (ডিসেন্ট নোট) সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টে যাতে বিরোধীদের আপত্তিগুলো উল্লেখ থাকতে হবে। ভারতীয় সাক্ষ্য বিল নিয়ে তৃণমূলের দেওয়া বেশ কয়েকটি পরামর্শ বিলের খসড়ায় জোড়া হয়েছে ইতিমধ্যেই।

# দীর্ঘকুড়ি পরেও নিরাপত্তার অভাব অব্যাহত, কুঁড়েঘরে বাস করতে হয় সম্পাদককে

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** দীর্ঘ কুড়ি বছর চলে গেল লেখালেখির জগৎ নিয়ে ,সেই থেকে নিরাপত্তার অভাবে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল সম্পাদক পরিবারে। তখন থেকে পরিকল্পনা করেছে এক শ্রেণীর নেতারা সাংবাদিক লেখক সম্পাদক ও চলচ্চিত্র জগতে পরিচালক ও অভিনেতা মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে যেকোনো ভাবে মেরে দেওয়ার কৌশল অভ্যতা। চলতি পথে রাস্তাঘাটে যে কোনভাবে বিষক্রিয়া, বাড়ির মধ্যে কৌশল করে যে কোন ভাবে পানীয় জল বা খাদ্যের মধ্যে বিষক্রিয়া অথবা গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করা। অথবা রাতের অন্ধকারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা যেন অব্যাহত, প্রায় রাতে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির ভিতরে লোক চলে আসে তা নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার। কেন বা একটা পরিবারের উপরে এভাবে কুড়িটা বছর অত্যাচার, অন্যায়, খুনের পরিকল্পনা জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রইল অথচ লোকাল প্রশাসন প্রথম থেকে নির্বাক কেন? উপমহলের একশ্রেণীর প্রশাসন মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে কোনরকম সাহায্য করছে বলে কুড়িটা বছর ওর পরিবারসহ এখনো জীবিত রয়েছে তেমনি জানিয়েছেন সরদার পরিবার। সরকার যাবে সরকার আসবে পরিবর্তন হলেও অত্যাচারের নমুনা কমে না তার উদাহরণ সাংবাদিক ,সম্পাদক, অভিনেতা মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের সবাই। অত্যাচার অব্যাহত আছে তার উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় পরিবারে সবাই মুখে মুখে প্রকাশ পায়। তার ঘরবাড়ি ভগ্ন ভয়ংকর দুর্দশায় ভরা, জমি জায়গা আছে কিন্তু মাথা গোজার যে ঘরবাড়ি ভগ্ন দশা হয়ে রয়েছে। তার পরিবারের রুটি রোজগারেও বারবার আঘাত হানছে, তার তিনটি দৈনিক সংবাদপত্র বন্ধ করা পরিকল্পনায় বহুবার বহু ক্ষেত্রেই করেছে। এই পরিবারের উপরে কোন সরকারের নজর আজও নেই, তা না হলে এই পরিবার এত দুঃখ দুর্দশা অত্যাচার এবং ভগ্ন বাড়িতে থাকতে হত না। বামফ্রন্টের আমল থেকে এই পরিবার নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে, আজও তারা নিরাপত্তাহীনতায় তাদেরকে কোন সরকারই নিরাপত্তা দেয়নি,কেন্দ্র বা রাজ্য। এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ মৃত্যুঞ্জয় সরদার রাজনৈতিক ছত্র ছায়ায় থাকে না বলে এই পরিস্থিতি। এই পরিবার আগামী দিনে হয়তো এমনই ভাবে নৃশংসভাবে হত্যা হয়ে যাবে অথচ প্রশাসনের নির্বাক থাকবে। কৌশল করে যে কোনভাবে যদি মেরে দেয় প্রশাসন সেটা হয়তো আত্মরত্তা বা সাধারণ মৃত্যু বলে চালিয়ে দেবে। কেনই বা কুড়িটা বছর ধরে এই পরিবারের উপরে এমনই অমানবিক অত্যাচার ও নিরাপত্তাহীনতায় থাকতে হবে বর্তমান ডিজিটাল যুগে। সে কারণে বলতেই হয় দুর্নীতি হবে ,জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়া দের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্গ পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের,যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬,১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্রে। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে।জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে ।কিসের কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের, এই এলাকায় তো চলে এক নায়কতন্ত্র রাজত্ব। বিরোধী বা নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। বুথ স্তরের কিছু নেতারা বাড়িতে এসে নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা

**ক্রমশঃ**

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৯৩ সংখ্যা ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার ১১ কার্তিক, ১৪৩০

## সম্পাদকীয়

# শুধুমাত্র জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকই নন, রেশন দুর্নীতিতে যুক্ত তাঁর স্ত্রী ও মেয়েও

একা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক নন, রেশন দুর্নীতিতে যুক্ত তাঁর স্ত্রী ও মেয়েও ! শুক্রবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বনমন্ত্রীকে পেশ করে এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করল ইডি ।নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধয়ায় ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধয়ায়ের একটি বাড়ির হদিশ মিলেছিল শান্তিনিকেতনে। তার থেকে মাত্র দেড় কিমি দূরে শান্তিনিকেতনের রতনপল্লিতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মেয়ে প্রিয়দর্শিনী মল্লিকের একটি বাড়ির হদিশ মিলেছে। বাড়ির নাম- দোতারা। সূত্রের দাবি, এই বাড়িও এখন ইডির নজরে।

স্থানীয় সূত্রে দাবি, ২০২০ সালে ৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে রতনপল্লির বাসিন্দা হিমাংশু সেনগুপ্ত কাছে থেকে এই বাড়িটি কেনা হয় ।

পরে প্রায় সমপরিমাণ টাকা দিয়ে বাড়িটি সংস্কার করা হয়। বর্তমানে বাড়িতে কেয়ারটেকার থাকলেও ভিতর থেকে তালা বন্ধ। ৫ নভেম্বর অবধি জেয়াতিপ্রিয় মল্লিকের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ।বিচারক বলেন, আমার কাছে এটা আশ্চর্যের যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের স্ত্রীর সম্পত্তি কী করে একবছরে ৪৫ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ৬ কোটি টাকা হয়ে গেল?

শুধুমাত্র জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকই নন, রেশন দুর্নীতিতে যুক্ত তাঁর স্ত্রী ও মেয়েও ! শুক্রবার আদালতে এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করল ইডি ! রেশন দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বনমন্ত্রী জেয়াতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতারির পর শুক্রবার আদালতে ইডির আইনজীবী দাবি করেন, ২০১৫-১৬ সালে নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হলফনামায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তাঁর স্ত্রীর অয়াকাউন্টে থাকা টাকার হিসেবে দেখান ৪৫ হাজার টাকা ! ইডি সূত্রে দাবি, পরের বছরই দেখা যায় সেই টাকার অঙ্ক গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি কোটি ! আদালতে ইডির আইনজীবী দাবি করেন, জেয়াতিপ্রিয় মল্লিক নিজের বাড়ির পরিচারক থেকে রাঁধুনির নামে কোম্পানি খুলেছিলেন। ইডির আইনজীবী বনমন্ত্রীর স্ত্রী ও মেয়ের কথা উল্লেখ করে দাবি করেন, তাঁদের বাড়িতে এমন সিল ও স্ট্যাম্প পাওয়া গেছে, যে কোম্পানির নামই পরিবার জানে না বলে দাবি করেছে ।ইডি সূত্রের দাবি, এবিষয়ে জেয়াতিপ্রিয় মল্লিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, স্ত্রী জানেন, স্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন জেয়াতিপ্রিয় জানেন। বিচারক বলেন, ওঁরা এড়িয়ে যেতে পারেন না। মেয়ে তো শিক্ষিত। ওঁকে কেউ সই করতে বলল, উনি করে দিলেন, এটা মেনে নেওয়া যায় না ।এদিন আদালতে ইডি দাবি করে, মূলত তিনটি সংস্থার মাধ্যমে খোলা বাজারে রেশন সামগ্রী বিক্রি করা হত। এই তিনটি সংস্থা হল -। এই সংস্থাগুলি বাকিবুর রহমানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই তিনটি কোম্পানির নামে ১২.০৬ কোটি টাকার ভুয়ো দেখানো হয়েছে। এই তিনটি অ্যাকাউন্টে প্রায় ৮ কোটি টাকা জমা হয়েছে, যার ৯০ শতাংশ নগদে জমা দেওয়া হয়েছে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মেয়ে এবং স্ত্রী ছিলেন এই তিনটি সংস্থার ডিরেক্টর। এই তিনটি সংস্থার অয়াকাউন্টে শস্য বিক্রির টাকা জমা পড়েছিল। পরে দেখা যায়, এই তিনটি সংস্থাই বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং প্রায় ২০.২৪ কোটি টাকা বাকিবুর রহমানের এক আত্মীয়র ব্যাঙ্ক অয়াকাউন্টে জমা পড়ে। পরে এই টাকা এবং বলে দু'টি কোম্পানির অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। নভেম্বর ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৭-র মধ্যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের স্ত্রীর ব্যাঙ্কে ৬ কোটি ৩ লক্ষ টাকা এবং মেয়ের অ্যাকাউন্টে ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা জমা পড়েছিল। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পরিবারের ভ্রমণের জন্য প্লেনের টিকিটও বুক করেছিলেন বাকিবুর রহমান, যদিও পরে তা বাতিলও করা হয়।

এপ্রসঙ্গে আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকি বলেন, 'সাম্রাজেয়র রাশ কার হাতে থাকবে, কাদের হাত থাকবে এটা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে বলে মনে হয়। সে জন্য কারও রাস্তা ক্লিয়ার করার জন্য, যাঁরা প্রভাবশালী আছেন, যাঁরা প্রভাবিত করতে পারেন, তাঁর দলেই, তাঁদেরকে মনে হয় আস্তে আস্তে গয়ারেজ করা হচ্ছে। একপ্রকার ষড়যন্ত্র করে নয়, দুর্নীতি করেছে, দুর্নীতিমুক্ত এঁরা নন, সেটাকে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে। তবে আমি একটা কথা বলে রাখি, ফিরহাদ হাকিমেরও সময় বেশি নেই বলে আমার মনে হচ্ছে। তাঁর দলের মধেয় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে।'এদিন আদালতে বিচারক জেয়াতিপ্রিয় মল্লিককে প্রশ্ন করেন, গ্রেফতার করার কারণ কি জানানো হয়েছিল আপনাকে ? উত্তরে মন্ত্রী বলেন, একটা কপি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, আমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আমি জানি না। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাছে বিচারক জানতে চান, আপনাকে শারীরিক বা মানসিক অতয়াচার করা হয়েছিল ? বিচারক বলেন, একজন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মিডিয়াকে অত্যাচারের কথা বলেছিলেন। তাই জানতে চাইছি। উত্তরে জেয়াতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, না কোনও অতয়াচার করা হয়নি। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী এরপর একটি আমেরিকা যাত্রার টিকিটের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমার স্ত্রী ও বৌদির আমেরিকা যাওয়ার ছিল। পরে সেই টিকিট বাতিল করা হয়। এতে দুর্নীতির কী আছে বুঝতে পারছি না ? বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'তাঁর কন্যা প্রাইভেট পড়িয়ে ৪ কোটি টাকা ইনকাম করেছেন, বিশ্বজগতে আমি প্রথম শুনতে পেরেছি। মানুষ তো সবকিছু ছেড়ে সবার আগে প্রাইভেট পড়াবে তাহলে। আমিও আমার মিনিস্ট্রি ছেড়ে দিয়ে কাল থেকে প্রাইভেট পড়ানো শুরু করব, যদি ৪ কোটি টাকা ইনকাম করতে পারি।'

# বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

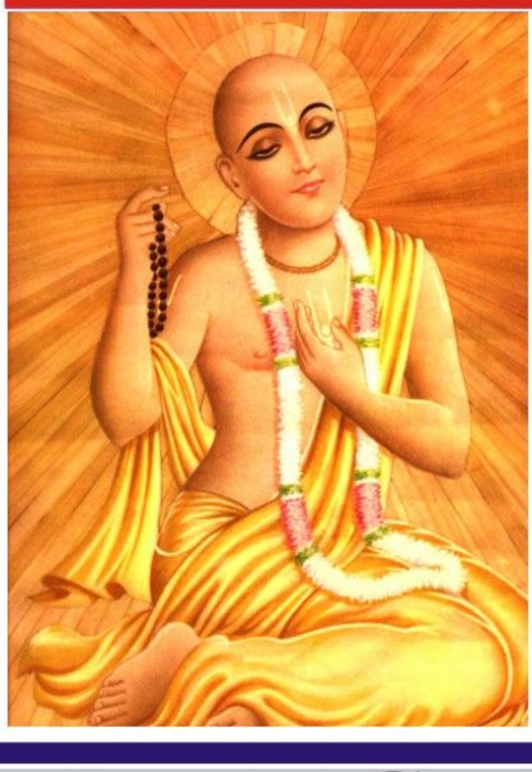

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মস্থান যে এই নবদ্বীপ ধাম তা পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই নবদ্বীপ ধাম এসে আত্ম উপলব্ধি করে গেছেন। তাঁর এই আত্ম উপলব্ধি কখনোই মিথ্যা হতে পারে না।ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদ ভক্তিরত্নাকরের সূত্র অবলম্বনে সিমলিয়ার দক্ষিণে একটি স্থান মায়াপুর নামে চিহ্নিত করেন, তখন এই স্থানটিকে মিঞাপুর নামে একটি মুসলমান পল্লীর অবস্থান ছিল। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

দেখলে তাঁর মহিমার সম্পূর্ণটা দেখা হয় না। তাঁর আশীর্বাদ মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য, গৃহস্থের সার্বিক কল্যাণের জন্য। আর এই দুয়ের জন্যই প্রয়োজন অর্থের। কিন্তু সেই অর্থ পাওয়ার পরে মানুষ তার প্রয়োগ কীভাবে করছে, সেদিকে তাঁর কড়া নজর। অপচয় বা অন্যায় প্রয়োগ তিনি সইতে পারেন না, তাই তিনি চঞ্চলা।যেকোনো পুজোয় হোক না কেন সব পুজোতে পুজোর একটা রীতি নীতি বা আচার অনুষ্ঠান থাকে ভিন্ন ভিন্ন। আর থাকে ভিবিন্ন রকমের মন্ত্র ও নিয়ম। আমাদের সেই মন্ত্র সঠিকভাবে ও সঠিক সময়ে পালন অর্থাৎ উচ্চারণ করে বলাটাই হল একটু জটিল কাজ। প্রত্যেক দেবদেবীর একটা নিজস্ব কিছু রীতি নীতি মন্ত্র ইত্যাদি থাকে। পুজোর সময় সঠিক ভাবে পুজো করাটাও একটা মহৎ কাজ। মা লক্ষীর পুজোতে পুজোর মন্ত্র পরে সুষ্ঠ ভাবে করতে হয় বা করা উচিত। তেমনি সকল প্রকার দেবদেবীর পুজোও আমাদের বিধাতার রীতি নীতি মেনে চলাই হল একমাত্র প্রধান কাজ। আমাদের হিন্দু সাশ্র মতে অনেক দেবদেবীর পুজো আমরা করে থাকি। আমরা প্রত্যেক দেবদেবীর পুজো করে থাকি ভগবানের আশীর্বাদ পাবার জন্য। প্রত্যেক ভগবানের অর্থাৎ প্রত্যেক দেবদেবীর আলাদা আলাদা আশীর্বাদের জন্যই আমরা পুজো করে থাকি। তাদের মধ্যে মা লক্ষী হল আমাদের ধন, সম্পদ, ঐশর্য, সুখ, শান্তি, ইত্যাদি আশীর্বাদের আশায়। ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন। রীতি নীতি মেনে পুজো করবেন। না জানলে এখানে দেখেনিন পুরোটা পরে। পুজো আর্চা জেনে নিয়ে করা ভালো না জেনে ভুল ভাবে পুজো করলে অমঙ্গল হয়। পোস্টটি শেয়ার করবেন সবার উদ্দেশে। ধন্যবাদ। দেবী লক্ষী সম্পদ বৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবী। তিনি সুন্দরী ও মাধুর্য্যময় দেবী। তিনি পূজারীদের ধন সম্পদ দান করে থাকেন। দেবী লক্ষী শ্রী হিসেবে পরিচিত। কেননা তিনি সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতার প্রতীক। তিনি ভগবান বিষ্ণুর সহধর্মিনী। অত্যন্ত সুন্দর এবং দুই হাত বিশিষ্ট । তিনি পদ্ম ফুলের উপর উপবিষ্ট গায়ের রঙ ধূসর সাদা উজ্জ্বল হলুদ ও নীলাভ হয়ে থাকে। দেবী লক্ষী সৌন্দর্যের দেবী ,সম্পদের দেবী । আমাদের পরিবারের উন্নতি নির্ভর করে সম্পদের উপর আর এই সম্পদ গুলোর মধ্যে রয়েছে ভূমি পশু জ্ঞান ধৈর্য সততা ইত্যাদি। লক্ষী পূজার পদ্ধতি---- যেকোনো পূজা করতে পূজা বিধি অনুসরণ করতে হয় । লক্ষী পূজার পদ্ধতি হিসেবে শুদ্ধ আসনে বসে আচ মন থেকে শুরু করে পঞ্চ দেবতার পূজা করতে হয়। অতঃপর লক্ষী ধ্যান করে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে দেবী লক্ষী পূজা করা হয়। লক্ষীপূজো পঞ্চ উপাচার দশ উপাচার আলাদা ১৬ উপাচার এ করা হয়ে থাকে। পূজার মৌলিক নীতি হিসেবে লক্ষীর ধ্যান পূজা ,মন্ত্র পাঠ ,পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ করতে হয় । অবশেষে বিসর্জন দিতে হয়। সাধারণত প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষী পূজা করা হয়। লক্ষী পুজা ই লক্ষীর পাঁচালী পড়া হয় । আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষভাবে লক্ষী পূজা করা হয়। এই লক্ষী পূজা কোজাগরী লক্ষী পূজা নামে পরিচিত। প্রতিটি হিন্দু পরিবারের লক্ষী পূজা করা হয় । প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে এবং আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ আয়োজন এর মাধ্যমে লক্ষী পূজা করা হয় । হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একাত্মবোধ এর সৃষ্টি করে । লক্ষীদেবী ধন সম্পদ দান করেন। পূজার মধ্য দিয়ে লক্ষী দেবীর উপর বিশ্বাস স্থাপিত হয় । লক্ষী দেবীর শান্ত স্বভাব পূজারী কেও শান্ত করে তোলে। লক্ষীদেবীর পুষ্পাঞ্জলী---- ওঁ নমস্তে সর্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে যা গতিস্তৎ প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্তদর্চনাৎ বাংলা অর্থ---হে হরিপ্রিয়া ,তুমি সকলকে বর দিয়ে থাক। তোমার আশ্রিতদের যে গতি হয়, তোমার অর্চনার দ্বারা আমরাও যেন তা হয়। তোমাকে নমষ্কার। লক্ষীদেবীর প্রনাম মন্ত্র -- ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে সর্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষী নমোহস্তুতে। সরলার্থ--- হে দেবী কল্যাণী বিশ্বরূপ শ্রী বিষ্ণুর স্ত্রী তুমি পদ্মা ও পদ্মার আলোয় সকলকে শুভ ফল দাও তুমি আমাকে সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করো আমি তোমাকে প্রণাম করি। আজ বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক লক্ষী আরাধনার দিন। পাঠ করুন মা লক্ষীর ১০৮ নাম। এই নাম উচ্চারনে দারিদ্রতা নিবারণ হয়।

১) প্রকৃতি ,২) বিকৃতি , ৩) বিদ্যা , ৪) সর্বভূতহিতপ্রদা, ৫) শ্রদ্ধা , ৬) বিভূতি, ৭) সুরভি, ৮) পরমাত্মিকা , ৯) জয়প্রদা , ১০) পদ্মালয়া , ১১) পদ্মা , ১২) শুচী, ১৩) স্বাহা, ১৪) স্বাধা, ১৫) সুধা , ১৬) ধন্যা , ১৭) হিরন্ময়ী, ১৮) লক্ষী , ১৯) নিত্যাপুষ্টা, ২০) বিভা, ২১) অদিত্যা, ২২) দিত্যা, ২৩) দীপা, ২৪) বসুধা, ২৫) ক্ষীরোদা, ২৬) কমলাসম্ভবা, ২৭) কান্তা, ২৮) কামাক্ষী, ২৯) ক্ষীরোদসম্ভবা , ৩০) অনুগ্রহাপ্রদা, ৩১) ঐশ্বর্য্যা , ৩২) অনঘা, ৩৩) হরিবল্লভী, ৩৪) অশোকা , ৩৫) অমৃতা, ৩৬) দীপ্তা, ৩৭) লোকাশোকবিনাশিনী, ৩৮) ধর্মনিলয়া, ৩৯) করুণা, ৪০) লোকমাতা, ৪১) পদ্মপ্রিয়া, ৪২) পদ্মহস্তা, ৪৩) পদ্মাক্ষী , ৪৪) পদ্মসুন্দরী, ৪৫) পদ্মভবা, ৪৬) পদ্মমুখী, ৪৭) পদ্মনাভপ্রিয়া, ৪৮) রমা, ৪৯) পদ্মমালাধরা , ৫০) দেবী, ৫১) পদ্মিনী, ৫২) পদ্মগন্ধিণী , ৫৩) পুণ্যগন্ধা, ৫৪) সুপ্রসন্না, ৫৫) শশীমুখী , ৫৬) প্রভা, ৫৭) চন্দ্রবদনা, ৫৮) চন্দ্রা , ৫৯) চন্দ্রাসহোদরী , ৬০) চতুর্ভুজা , ৬১) চন্দ্ররূপা , ৬২) ইন্দিরা, ৬৩) ইন্দুশীতলা, ৬৪) আহ্লাদিণী, ৬৫) নারায়নী, ৬৬) বৈকুন্ঠেশ্বরি ৬৭) হরিদ্রা ৬৮) সত্যা , ৬৯) বিমলা, ৭০) বিশ্বজননী, ৭১) তুষ্টি, ৭২) দারিদ্রনাশিণী, ৭৩) ধনদা , ৭৪) শান্তা, ৭৫)

**ক্রমশঃ**

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# সিনেমার খবর cinema TV

## প্রশান্তির খোঁজে কেদারনাথে জ্যাকুলিন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আইনি জটিলতায় জীবন এলোমেলো হয়ে গেছে জ্যাকুলিন ফার্নান্ডেজের। বিগত বছরগুলোয় এই বলিউড তারকা ক'দিন স্বস্তিতে ছিলেন তা বলা কঠিন। প্রতারক সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সম্পর্কের খবর ফাঁস হওয়ার পরচলচ্চিত্র জগতের কাছের অনেকে দূরে সরে গেছেন।

অন্যদিকে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা দিনের পর দিন জেরা করে যাচ্ছিল। ফলে কয়েকবার আদালতে উপস্থিত হতে হয়েছে জ্যাকুলিনকে। ভারতের বাইরে যাওয়া নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল এই অভিনেত্রীর ওপর।

এসব ঝামেলার বাইরেও মায়ের অসুস্থতা নিয়ে দুশ্চিন্তায় কেটেছে অসংখ্য বিনিদ্র রজনী; যা এই অভিনেত্রী নিজেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমগুলোয় জানিয়েছেন। তাঁর কথায় এটা স্পষ্ট যে, মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে তাঁর দিনগুলো। তাই প্রশান্তির খোঁজে এবার ছুটে গেছেন কেদারনাথে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এই তীর্থস্থানে যাওয়ার পর সময়টা যে ভালো কাটছে - তা অকপটে স্বীকারও করেছেন। বিষয়টি জানানোর পাশাপাশি এই পবিত্রস্থান ভ্রমণের বেশকিছু ছবিও পোস্ট করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে; যা দেখে প্রশংসা করতে একমুহূর্ত দেরি করেননি ভক্তরা। তবে নেটিজেনদের কেউ কেউ এই সফর নিয়ে বলছেন ভিন্ন কথা।

তাদের দাবি, সুকেশের মঙ্গল কামনার জন্যই পবিত্র ভূমিতে ছুটে গেছেন জ্যাকুলিন। কারণ, কিছুদিন আগে জেলে বসেই জ্যাকুলিনের জন্য নবরাত্রির উপোস রেখেছেন সুকেশ, যাতে কোনো অশুভ শক্তি অভিনেত্রীকে ছুঁতে না পারে। এঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই জ্যাকুলিন পা রেখেছেন কেদারনাথে। যে কারণে নেট দুনিয়ার বাসিন্দারা বলছেন, সুকেশের জন্য প্রার্থনা করতেই অভিনেত্রীর এই তীর্থযাত্রা।

## বলিউডে পা দিয়েই মিমির চমক!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মিমি চক্রবর্তী। ঢালিউডের পাঠ চুকে বলিউডে পা রাখতে চলেছেন, সে খবর নতুন নয়। পুজার সময় সুখবর দিয়ে প্রকাশ্যে এনেছিলেন প্রথম ঝলক। এবার নিজেই শেয়ার করলেন তার প্রথম বলিউডি ছবির ট্রেলার।

এবার সেই ছবির মুক্তির তারিখ শেয়ার করলেন তিনি। ২ নভেম্বর বড়পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে 'শাস্ত্রী বিরুদ্ধ শাস্ত্রী'। এই ছবিটিও পরিচালনা করেছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়। তাদের 'পোস্ত' ছবিটিরই হিন্দি রিমেক 'শাস্ত্রী বিরুদ্ধ শাস্ত্রী'।

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে 'রক্তবীজ'। এতে দাপুটে পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় দেখা গেছে এই তারকা সাংসদকে। পুলিশ চরিত্রের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে কম কসরত করতে হয়নি মিমিকে। ঘরের ভেতরেই প্রতিদিন নিয়ম করে বুলেট বাইক চালানো প্র্যাকটিস করতে হয়েছে।

## এক সাহসী পাইলটের অভিযানের গল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : একের পর এক সিনেমায় অভিনয় করে চলেছেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মুক্তি পাওয়া তাঁর অভিনীত কোনো ছবিই ব্যবসায়িক সফলতা পায়নি। দক্ষিণের জয়ললিতার বায়োপিক 'থালাইভি' বক্স অফিসে আশার আলো দেখাতে পারেনি।

সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া 'চন্দ্রমুখী ২' খুব একটা চলছে না! তবে লাগাতার ব্যর্থ হয়েও থেমে থাকেননি কঙ্গনা। বক্স অফিসের ফ্লপ ককপিট' থেকে ওড়ার জন্য তৈরি তিনি। মুক্তি পাচ্ছে কঙ্গনা অভিনীত নতুন সিনেমা 'তেজাস'। এ সিনেমায় ভারতীয় বিমানসেনা তেজস গিলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন কঙ্গনা।

অনুরাগীদের দাবি, বহু প্রতীক্ষার পর এ ছবিই ভাগ্য ফেরাবে অভিনেত্রীর ক্যারিয়ারে। দেশপ্রেমে ভরপুর ছবিটি বক্স অফিসে ঝড় তুলবে বলে আশা ট্রেড অ্যানালিস্টদেরও। সিনেমাটির কিছুদিন আগে মুক্তি পাওয়া ২ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডের ট্রেলারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একজন পাইলটের চরিত্রে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে পুরো লাইমলাইট নিজের দিকে কেড়ে নিয়েছেন কঙ্গনা। স্বল্প পরিসরে নজর কেড়েছেন আশীষ বিদ্যার্থীও।

ট্রেলারে দেখা যায়, পাকিস্তানে একজন ভারতীয় গুপ্তচর ধরা পড়েছে। তেজস গিল তাকে উদ্ধারে অভিযানে যাবেন। একের পর এক বাধার সম্মুখীন হন তিনি। ট্রেলারের একটি জায়গায় তিনি বলেন, 'প্রতিবারই সংলাপে সমাধান হতে পারে না। কখনও কখনও আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হবে।' ট্রেলারজুড়ে রয়েছে টানটান উত্তেজনা। এ ছবিতে অন্যতম প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন বরুণ মিত্র।

ছবিটি প্রসঙ্গে কঙ্গনা ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'এ ছবি তেজস গিল তথা একজন বায়ুসেনা পাইলটের অসাধারণ যাত্রাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এ ছবির লক্ষ্য প্রত্যেক ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করা এবং গভীর গর্বের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা। ছবিতে দেখানো হয়েছে, কীভাবে ভারতের বিমানবাহিনীর পাইলটরা দেশকে রক্ষা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে।'

বরাবরের মতো সিনেমাটিতে কঙ্গনা দারুণ করেছেন বলে মনে করছেন ভারতের সিনেমা বিশেষজ্ঞরা। তবে কঙ্গনা এ ছবির মাধ্যমে কতটা ব্যবসা উপহার দিতে পারেন।

## স্বামীর সঙ্গে দীপিকা, থাকছেন সাবেক প্রেমিকও!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : করণ জোহরের টক শো 'কফি উইথ করণ' মানেই চমক। বলিউড গসিপের আগুনে যেন আরও ঘি ঢেলে দেওয়ার অবস্থা। বুধবার মধ্যরাতে শুরু হয়েছে কফি উইথ করণের নতুন সিজন। প্রথম অ্যাপিসোডে রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনকে হাজির করে রীতিমতো চমকে দিয়েছেন করণ। শুধু রণবীর-দীপিকার উপস্থিতিতেই চমক নয়। প্রথম অ্যাপিসোডেই একের পর এক ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন রণবীর ও দীপিকা। সৌজন্যে করণের কফি ও তেঁতো প্রশ্ন!

এরই মাঝে করণ জোহর জানিয়ে দিলেন খুব শিগগিরই তিনি রাজ কাপুরের সঙ্গম ছবির রিমেক করতে চলেছেন। তবে চমক এখানে নয়। বরং করণ জানিয়েছেন এই ছবিতে অভিনয় করবেন রণবীর সিং, রণবীর কাপুর ও দীপিকা পাড়ুকোন।

এমনিতেই দীপিকা ও রণবীর কাপুরের প্রেমপর্ব জবরদস্ত হিট বলিপাড়ায়। তারপর রণবীর সিংয়ের এন্ট্রি। এই তিনজনকে নিয়ে, ত্রিকোণ প্রেমের গল্প বলতে চান করণ। আর এই জন্য করণ বেছে নিলেন রাজ কাপুরের সঙ্গমকে।

## মিলানকে গুঁড়িয়ে

# বড় জয় পিএসজির

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন** : সময়টা ভালো যাচ্ছিলো না পিএসজির। তবে ঘরোয়া লিগে টানা দুই জয়ের পর এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও জয় দিয়ে নিজেদের চেনা পথে ফিরলো ফরাসি জায়ান্টরা। দারুণ পারফর্ম্যান্সে ২৫ অক্টোবর ঘরের মাঠে এসি মিলানকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা।

ম্যাচের ৩২তম মিনিটে এগিয়ে যায় পিএসজি। গোলদাতা কিলিয়ান এমবাপ্পে। ওয়ারেন জাইরে-এমেরির পাস ধরে বক্সে ঢুকেই একজনকে কাটিয়ে নিচু শট নেন এমবাপ্পে, বল কাছের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে সতীর্থের লম্বা পাস ধরে বক্সে ঢুকে জালে বল পাঠান উসমান দেম্বেলে। তবে গোল হয়নি। যদিও পরবর্তী গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি।

অবশেষে ম্যাচের ৫৩ মিনিটের মাথায় ব্যবধান ২-০ করেন রোন্দাল কোলো মুয়ানি। দেম্বেলের কোনাকুনি শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক মাইক মিয়াঁ, তবে বল হাতে রাখতে পারেননি তিনি। ফাঁকায় বল পেয়ে কাছ থেকে সহজেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড মুয়ানি। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে জাইরে-এমেরির পাস পেয়ে নিচু শটে ব্যবধান বাড়ান দক্ষিণ কোরিয়ার কাং-ইন। এই জয়ে তিন রাউন্ড শেষে দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'এফ' গ্রুপের শীর্ষে পিএসজি। ডর্টমুন্ড ও নিউক্যাসলের পয়েন্ট ৪, দুইয়ে আছে জার্মান দলটি। এখনও জয়ের দেখা না পাওয়া মিলান ২ পয়েন্ট নিয়ে আছে চার নম্বরে।

## 'হ্যাটট্রিক' জয়ে

# গ্রুপ শীর্ষে বার্সেলোনা

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন** : চ্যাম্পিয়নস লিগে বার্সেলোনার জয়রথ ছুটেই চলছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২৫ অক্টোবর 'এইচ' গ্রুপের ম্যাচে শাখতারকে ২-১ গোলে হারিয়ে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিলো জাভি হার্নান্দেজের শিষ্যরা। হ্যাটট্রিক জয়ে গ্রুপে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করলো কাতালানরা।

ম্যাচের ২৪তম মিনিটে দুর্বল শট নিয়ে হতাশ হতে হয় জোয়াও ফেলিক্সকে। এর চার মিনিট পরই অবশ্য উল্লাসে ভাসে ক্যাম্প ন্যু। ইলকাই গুন্ডোয়ানের পাস বুক দিয়ে নামিয়ে ভলি করেছিলেন লোপেজ, কিন্তু বল পোস্টে লেগে চলে আসে বক্সেই থাকা ফেরান তোরেসের পায়ে। বাকি কাজটা অনায়াসে সারেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড।

গোলের রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও বার্সেলোনার আক্রমণ এবং গোল। ৩৬তম মিনিটে তোরেসের পাস ধরে একটু এগিয়ে শট নেন লোপেজ। বল পোস্টের ভেতরের কানায় লেগে জড়ায় জালে। তাতে বার্সেলোনার হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথমবার জালের দেখা পান ২০ বছর বয়সী লোপেজ।

দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণাত্মক ধারা বজায় রাখে বার্সেলোনা। তবে হতাশ হতে হয়। ফেলিক্সের দূরূহ কোণ থেকে নেওয়া হেড আটকান শাখতার গোলরক্ষক। এরপর মার্কোস আলোনসোর ফ্রি কিক গোলরক্ষকের গ্লাভস গলে বেরিয়ে গেলেও সামনে থাকা তোরেস পারেননি সুযোগ কাজে লাগাতে।

এর মধ্যেই পাল্টা আক্রমণে ৬২তম মিনিটে এক গোল শোধ করে শাখতার। ইরাকলি আজারভির থ্রু পাস অফসাইডের ফাঁদ ভেঙে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন হিওরহি সুদাকভ। এরপর বার্সেলোনার একটি গোল অফসাইডের ফাঁদে বাদ পড়ে। ফলে ২-১ গোলের জয় নিয়েই খুশি থাকতে হয় জাভির দলকে।

# বিশ্বকাপে ইংলিশদের লজ্জার রেকর্ড

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন** : ভারতের মাটিতে কঠিন সময় পার করছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংলিশরা। লজ্জার রেকর্ড গড়ে বৃহস্পতিবার হ্যাটট্রিক হার দেখেছে জস বাটলারের দল। এই হারে বিশ্বকাপে ৫টি ম্যাচের মধ্যে চারটি ম্যাচেই হারের তিক্ত স্বাদ পেলো ইংলিশরা। ফলে তাদের সেমিফাইনালে ওঠার পথও হয়ে উঠেছে বেশ কঠিন। সেজন্য ইংলিশদের কঠিন সমীকরণ মেলাতে হবে।

সেমিতে ওঠার জন্য কমপক্ষে ৫-৬টি ম্যাচ জিততে হবে যেকোনো দলকে। এরপর আছে নেট রানরেটের হিসাব। রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে এবার ১০টি দল ৯টি করে ম্যাচ খেলছে। সেখান থেকে শীর্ষ চার দল পা রাখবে সেমিতে। সেই ধাপে উঠতে হলে বাকি চার ম্যাচেই জিততে হবে ইংলিশদের।

বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকটি লজ্জার রেকর্ড গড়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। বেঙ্গালুরুর এম চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করতে নেমে বাটলার-স্টোকসরা মাত্র ১৫৬ রানেই গুটিয়ে যায়। যা এই ভেন্যুতে ওয়ানডে ফরম্যাটের সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ। এ নিয়ে পরপর দুই ম্যাচেই দুইশ রানও করতে পারেনি ইংল্যান্ড। আগের ম্যাচে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তারা অলআউট হয়েছিল ১৭০ রানে।

এর আগে এই মাঠে সবচেয়ে কম রানের দলীয় ইনিংস ছিল ভারতের। ২০০৮ সালে এই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ২২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬৬ রান তুলেছিল স্বাগতিক দলটি। বৃষ্টি আইনে অবশ্য সেই ম্যাচে জয় পেয়েছিল ভারত। এছাড়া সবচেয়ে কম রানে অলআউট হওয়ার নজিরও ভারতের দখলে ছিল। ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৬৮ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল তারা।

অন্যদিকে, লঙ্কানরা বৃহস্পতিবার ইংলিশদের হারিয়ে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় জয় পেল। বিপরীতে এ নিয়ে বিশ্বকাপের টানা পাঁচ আসরেই লঙ্কানদের কাছে হেরেছে ইংল্যান্ড। আগের আসরেও (২০১৯) ঘরের মাঠে বাটলাররা শ্রীলঙ্কার কাছে হেরেছিল ২০ রানে। এছাড়া ২০১৫ বিশ্বকাপে ৯ উইকেট, ২০১১ আসরে ১০ উইকেট এবং ২০০৭ সালেও তাদের লজ্জায় ডুবিয়ে ২ রানে জিতে নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। অথচ এর আগে বিশ্বকাপে দু'দলের মুখোমুখি দেখায় ইংল্যান্ড ৬-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। শ্রীলঙ্কা বিশ্বকাপে তাদের বিপক্ষে প্রথম জয় পায় ১৯৯৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে।

নিজেদের বিশ্বকাপ ইতিহাসে আরেকটি লজ্জার নজির গড়েছে ইংল্যান্ড। ১৯৯৬ আসরের পর তারা কোনো বিশ্বকাপেই টানা তিন ম্যাচে হারেনি। এবার আফগানিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে হ্যাটট্রিক করেছে তারা।

## ২০২৪ সালের আইপিএলের

# নিলাম কবে, কোথায়?

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন** : প্রতি বছরই ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) আগে মিনি নিলামের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ বারের আইপিএলও তার ব্যতিক্রম নয়। আগামী ১৯ ডিসেম্বর আইপিএলের মিনি নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। খবর ক্রিকইনফোর।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নিলাম আয়োজন করা হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে। ভারতের বাইরে এবারই প্রথমবারের মতো নিলামটির আয়োজন করা হচ্ছে।

আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে টুর্নামেন্টের দলগুলোকে তাদের রিটেইন করা এবং ছেড়ে দেওয়া খেলোয়াড়দের নামের তালিকা জমা দিতে হবে। এরপর বাকি খেলোয়াড়দের নিয়ে নিলামের আয়োজন করা হবে।

তবে এখন পর্যন্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু ১৯ ডিসেম্বর দুবাইয়ে মিনি নিলাম আয়োজন হবে, এটা একপ্রকার চূড়ান্ত।

## ক্রিকেটাররা বিশ্বকাপের জন্যই

# বেঁচে থাকেন: ওয়ার্নার

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন** : বিশ্বকাপ মঞ্চে বরাবরই জ্বলে উঠেন ডেভিড ওয়ার্নার। বাঁহাতি এই অজি ওপেনারের ব্যাটে নিজেদের খুঁজে পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সেঞ্চুরি পাওয়ার পর ওয়ার্নার জানিয়েছেন, ক্রিকেটাররা বিশ্বকাপের জন্যই বেঁচে থাকেন।

বিশ্বকাপের আগে লম্বা সময় ধরেই ব্যাট হাতে ছন্দে ছিলেন না ওয়ার্নার। যে কারণে একাদশে তার জায়গা নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল বারবার। তবে অভিজ্ঞ এই ওপেনারের উপর আস্থা রেখেছিল অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপ দলে থাকলেও প্রথম তিন ম্যাচে প্রত্যাশিত পারফর্ম করতে পারেননি। নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে শুরুটা ভালো করলেও হাফ সেঞ্চুরি পাওয়া হয়নি তার।

ওয়ার্নার বলেন, 'আমার জন্য বিষয়টা হলো মাঠে গিয়ে নিজের সেরাটা দেওয়া। যে কোনো সিরিজে এটাই হয় এবং টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে, আমি এসবের জন্যই প্রস্তুত হই। আমরা এসব বিশ্বকাপের জন্যই বেঁচে থাকি। (বিশ্বকাপ) প্রতি চার বছরে একবার হয় এবং আপনাকে অবশ্যই এই মঞ্চে উজ্জ্বল পারফর্ম্যান্স করতে হবে। ওসব দ্বিপাক্ষিক সিরিজের ছন্দ এখানেও আনতে হবে।'

## বিশ্বকাপ ধামাকা

## শেষ বল পর্যন্ত লড়ে

# নিউজিল্যান্ড হারল ৫ রানে

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন** : ৩৮৯ রানের টার্গেটে খেলতে নেমেও মাথা বেশ ঠাণ্ডাই রাখতে পেরেছিল নিউজিল্যান্ডের ব্যাটার। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওরা লড়েছে চোখে চোখ রেখে। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি শেষ পর্যন্ত কিউইদের হারতে হয়েছে ৫ রানে।

শুরুতে ব্যাট করে ৩৮৮ রানে থামে অজিরা। ডেভিড ওয়ার্নার ও ট্রাভিস হেডের ১৭৫ রানের জুটিতে বড় সংগ্রহের দিকে এগিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।

জবাবে খেলতে নেমে ৬১ রানে নিউজিল্যান্ডের প্রথম জুটি ভাঙে। এরপর ডিরেল মিচেল ও রাচিন রবীন্দ্র ৯৬ রানের জুটি গড়েন। এরপর অন্যপ্রান্তের ব্যাটাররা নিয়মিত বিরতিতে ফিরতে থাকলেও হাল ধরে ছিলেন রবীন্দ্র। ৮৯ বলে ১১৬ রানের দারুণ ইনিংস খেলেন রাচিন।

শেষ দিকে অবশ্য শক্ত হাতে মারকুটে ভঙ্গিতে কিউইদের হাল ধরেন জিমি নিশাম। তার ব্যাটেই জয়ের খুব কাছে চলে যায় ব্ল্যাক ক্যাপসরা।

অজিদের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন অ্যাডাম জাম্পা।

## আর্সেনালকে জেতালেন

# মার্টিনেল্লি-জেসুস

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন** : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে সেভিয়ার মাঠ থেকে ২-১ গোলের জয় তুলে নিয়েছে আর্সেনাল। গোল করেছেন দলটির দুই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি ও গ্যাব্রিয়েল জেসুস। বুধবার রাতের ম্যাচে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে প্রথম লিড তুলে নেয় আর্সেনাল। গোল করেন ইনজুরি কাটিয়ে ফেরা মার্টিনেল্লি। তার ওই গোলে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে গানাররা। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩ মিনিটে গোল করে জেসুস দলকে ২-০ গোলে এগিয়ে নেন। কিন্তু পরেই গুদেলজে গোল করে সেভিয়াকে ম্যাচে ফেরান। ব্যবধান ২-১ করে ফেলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেও স্প্যানিশ দলটি অবশ্য সমতায় ফিরতে পারেনি।

এ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তিন ম্যাচের দুটিতে জিতে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে আছে আর্সেনাল। জয়ের ম্যাচে দলটির কোচ মাইকেল আর্তেকার জন্য দুশ্চিন্তার বিষয় হলো- দলটির অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড এই ম্যাচেও সেরা ছন্দে ফিরতে পারেননি।

## গোলের দেখা পেলেন

# রদ্রিগো, জিতল রিয়াল

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন** : গত মৌসুমে দারুণ ফুটবল খেলেছেন রিয়াল মাদ্রিদের তরুণ ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রদ্রিগো গোয়েস। লিগে ৯ গোল দিয়েছেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় আরও ১০ গোল এসেছিল তার পা থেকে। করিম বেনজেমাহীন ও কিলিয়ান এমবাপ্পেকে কিনতে না পারা চলতি মৌসুমে তাই রদ্রিগোর কাছে প্রত্যাশা ছিল বেশি। কিন্তু ১০ লিগ ম্যাচে মাত্র এক গোল করে রদ্রিগো আলোর বাইরে চলে গিয়েছিলেন। সব আলো যেন কেড়ে নিয়েছিলেন জুড বেলিংহাম। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পর্তুগিজ ক্লাব ব্রাগার বিপক্ষে গোল করেছেন লস ব্লাঙ্কোসদের এই নাম্বার ইলেভেন। তার সঙ্গে গোল করেছেন বেলিংহামও। রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছে ২-১ গোলে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে দলের টানা তিন জয়ে প্রথমে দলকে লিড এনে দেন রদ্রিগো। তিন ম্যাচের ১৬ মিনিটে জালে বল পাঠান। প্রথমার্ধে ওই লিডে শেষ করে রিয়াল।

দ্বিতীয়ার্ধে গোল করেন বেলিংহাম। তার ৬৩ মিনিটের গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ব্লাঙ্কোসরা। পাঁচ মিনিট পরেই ব্রাগা একটি গোল শোধ করে হারের ব্যবধান ছোট করে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR